প্রশ্নোত্তরে

কুরবানী ও আকীকা

প্রণয়নে

অধ্যাপক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম মক্কী

মক্কা শরীফের উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটি হতে আরবী ভাষা,
তাফসীর ও হাদীস বিষয়ে সনদপ্রাপ্ত এবং উস্তায
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ
আলোচক, প্রভাতের ইসলামি অনুষ্ঠান, এটিএন বাংলা

পরিমার্জনে

ড. আবুবকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

প্রফেসর ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান
আল-ফিকহ এ্যান্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ।

ড. মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ আল মাদানী

পিএইচডি. ইসলামিক ল' এন্ড জুরিসপ্রুডেন্স
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা মুনাওয়ারাহ, সৌদি আরব
সহকারী অধ্যাপক, আইআইইউসি, ঢাকা ক্যাম্পাস
আলোচক ও উত্তরদাতা, ইসলামী অনুষ্ঠান, এনটিভি

সূচিপত্র

	প্রথম অধ্যায়ঃ কুরবানী	০৭
১	কুরবানীর পরিচয়, ইতিহাস ও এর হুকুম	০৭
২	কুরবানীর ফযীলত	০৯
৩	যাদের উপর কুরবানী ওয়াজিব	১১
৪	জীবিত ও মৃতের পক্ষে কুরবানী	১৩
৫	কুরবানীর উপযুক্ত পশুর বিবরণ	১৪
৬	কুরবানীর পশুর লালন-পালন ও হেফাযতের বিধান	১৮
৭	কুরবানীর সময় : শুরু এবং শেষ	১৯
৮	শরীকানা কুরবানী	২৩
৯	নখ-চুল কাটা থেকে বিরত থাকার বিধান	২৫
১০	জবাইয়ের পদ্ধতি	২৬
১১	কুরবানীর গোশতের হুকুম	২৯
১২	চামড়ার বিধান	৩১
১৩	মাযারে পশু জবাইয়ের হুঁশিয়ারি	৩১
১৪	কুরবানী সংক্রান্ত বিবিধ মাসাইল	৩৩
১৫	ঈদের সময় তাকবীর বলার বিধান	৩৩
১৬	যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের ফযীলত	৩৫
	অধ্যায় দ্বিতীয়ঃ আকীকা	৩৮
১	আকীকার পরিচিতি ও এর হুকুম	৩৮
২	আকীকার সময়	৪০
৩	আকীকার পশুর গুণাগুণ ও ধরন	৪২
৪	যাদের আকীকা পূর্বে হয়নি তাদের করণীয়	৪৩
৫	আকীকার অনুষ্ঠান ও বিবিধ মাসাইল	৪৪

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

প্রথম অধ্যায়

কুরবানী

আমাদের রব আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে বান্দা সর্বদা ত্যাগের মহিমায় গরিয়ান হবে; তাঁরই আহ্বানে যাকিছু প্রয়োজন বিলিয়ে দেবে আল্লাহর রাস্তায়- এটাই হলো একজন মুমিনের ঈমানী চেতনা।

স্বাস্থ্য, মেধা, বুদ্ধি, জ্ঞান, সময়-সম্পদ, আরাম-আয়েশ এগুলো আল্লাহর নির্দেশে আল্লাহর রাস্তায় বান্দা কুরবানী করবে- তা তাঁর কাছে বড়ই প্রিয়।

দয়াল গাফুরুর রাহীমের নিয়ামতের ভাণ্ডার থেকে তারই দেওয়া সম্পদ হতে একটি পশু জবাই এ ছোট্ট পুস্তিকার প্রাথমিক আলোচনা, যাকে আমরা কুরবানী বলে জানি।

[১] কুরবানী : পরিচয়, ইতিহাস ও হুকুম

প্রশ্ন-১/১. কুরবানী বলতে কী বুঝায়?

উত্তরঃ আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে ঈদুল আযহার দিনগুলোতে গৃহপালিত যে চতুষ্পদ হালাল জন্তু জবাই করা হয় তাকেই বলা হয় 'কুরবানী'।

প্রশ্ন-১/২. আরবীতে কুরবানীকে أُضْحِيَّة উদহিয়্যাহ বলা হয় কেন?

উত্তরঃ দিনের প্রথম পহরকে আরবীতে ضُحٰى দুহা বলা হয়। আর যেহেতু কুরবানীর পশু দুহার ওয়াক্তে জবাই করা হয় সে জন্য এটা বলা হয় أُضْحِيَّة উদহিয়্যাহ অর্থাৎ কুরবানী।

[২] কুরবানীর ফযীলত

প্রশ্ন-১/৫. কুরবানীর ফযীলত জানতে চাই?

উত্তরঃ কুরবানীর ফযীলত অনেক, তন্মধ্যে-

(১) তাকওয়া অর্জনঃ আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ﴾

"(কুরবানীর পশুর) গোশত ও রক্ত আল্লাহর কাছে পৌছায় না, তার কাছে পৌছে তোমাদের তাকওয়া।" [সূরা ২২; হাজ্জ ৩৭]

(২) আল্লাহর নিদর্শনঃ তিনি আরো বলেন,

﴿ وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ﴾

"কুরবানীর উটগুলোকে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ তাআলার নির্দেশন হিসেবে সৃষ্টি করেছি, এতে তোমাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ।" [সূরা ২২; হাজ্জ ৩৬]

[৩] যাদের উপর কুরবানী ওয়াজিব

প্রশ্ন-১/৭. কুরবানী কার উপর ওয়াজিব?

উত্তরঃ ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ-এর মতে, ঈদের দিন যাকাতের নেসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলেই কুরবানী ওয়াজিব হয়ে যাবে। নেসাব হলো সাড়ে সাত ভরি (৮৫ গ্রাম) স্বর্ণ বা সাড়ে ৫২ তোলা অর্থাৎ ৫৯৫ গ্রাম রৌপ্য বা এর সমপরিমাণ নগদ অর্থ শুধু ঈদের দিন হাতে থাকলেই কুরবানী দিতে হবে। পক্ষান্তরে অধিকাংশ আলেমের মতে, ঈদের দিন যার হাতে কুরবানীর যেকোনো একটা পশু কেনার অর্থ থাকবে, তার উপরই কুরবানী দেওয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কুরবানী করার মতো সচ্ছলতা অর্জন করলো, অথচ কুরবানী দিল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে।' [ইবনে মাজাহঃ ৩১২৩]

উক্ত হাদীস দ্বারা দ্বিতীয় পক্ষ দলীল দিচ্ছেন যে, নেসাব পরিমাণ হওয়া শর্ত নয়। বরং একটা পশু কেনার মতো ক্ষমতা অর্জনই যথেষ্ট। আর এটিই মত হিসেবে অধিক শক্তিশালী।

প্রশ্ন-১/৮. কুরবানী কি প্রতি বছরই করতে হবে?

উত্তরঃ হ্যাঁ, কুরবানী ওয়াজিব হলে প্রতি বছরই কুরবানী করা উত্তম।

সাহাবী ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন,

«أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ عَشْرُ سِنِيْنَ يُضَحِّى»

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লাম দশ বছর মদীনাতে ছিলেন। সেখানে তিনি প্রতি বছরই কুরবানী করেছেন।" [তিরমিযী, হাদীসটি আহমাদ

শাকের। সহীহ বলেছেন, তবে আল-বানীর ও শুয়াইব আরনাউতের মতে এটি দুর্বল] অন্যত্র রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«يَا اَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَـى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِـيْ كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةٌ»

"হে মানবমণ্ডলী! প্রত্যেক পরিবারের দায়িত্ব হলো প্রতি বছর কুরবানী দেওয়া।" [ইবনে মাজাহঃ ৩১২৫, হাদীসটি হাসান]

প্রশ্ন-১/৯. কোন্ কোন্ শর্ত পূরণ হলে ব্যক্তির উপর কুরবানী ওয়াজিব হয়?

উত্তরঃ (১) মুসলিম হওয়াঃ কারণ অমুসলিম থাকা অবস্থায় কুরবানী ওয়াজিব নয়। অর্থাৎ ঈমান আনা ছাড়া কোনো ইবাদাত কবুল হয় না। আর ঈমান না আনলে আখিরাতে জবাবদিহি করতে হবে।

(২) স্বাধীন হওয়াঃ কোনো কৃতদাস-কৃতদাসীর উপর কুরবানী আবশ্যক নয়।

(৩) মুকীম হওয়াঃ নিজ বাসস্থানে বসবাসরত হতে হবে। সফররত অবস্থায় কুরবানী ওয়াজিব হয় না। এটা শুধু হানাফীদের অভিমত।

(৪) নিসাব পরিমাণ মালের অধিকারী বা স্বচ্ছল হওয়াঃ অর্থাৎ ফকীর-মিসকীনের উপর কুরবানী বাধ্যতামূলক নয়। আর যারা নেসাব পরিমাণ সম্পদের শর্ত করেছেন, তাদের নিকটও তা এক বছর পরিমাণ সময় হাতে থাকা জরুরি নয়। সবচেয়ে শুদ্ধ অভিমত হলো, সেদিন কুরবানী দেওয়ার মতো সক্ষমতা থাকলেই তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হয়ে যাবে।

[৪] জীবিত ও মৃতের পক্ষে কুরবানী

প্রশ্ন-১/১৪. মাতাপিতা ইন্তিকাল করেছেন- তাদের পক্ষ থেকে কি কুরবানী করা জায়েয?

উত্তরঃ হ্যাঁ, তা জায়েয। এমনকি যেকোনো মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে জীবিতরা কুরবানী দিতে পারবে। সৌদি আরবের খ্যাতনামা ও অত্যন্ত স্বনামধন্য মুফতী মরহুম মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উসাইমীন এ তিনটি ভাগ করে নিম্নবর্ণিত মত ব্যক্ত করেছেন:

(১) জীবিত ও মৃত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে এক সাথে নিয়ত করাঃ এটা উত্তম। একবার কুরবানী করার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«اَللّٰهُمَّ هٰذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَفِيْهِمْ مَنْ مَاتَ سَابِقًا»

"হে আল্লাহ! আমার এ কুরবানী মুহাম্মাদ, তার পরিবারবর্গ ও পূর্বে যারা ইন্তিকাল করেছে তাদের পক্ষ থেকে।" [ইবনে মাজাহ: ৩১২২; তিরমিযী: ১৫২১, আবু দাউদ: ২৮১০ হাদীসটি সহীহ]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লামের এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, একই পশু জীবিত ও মৃত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে কুরবানী দেওয়া শরী'আসম্মত।

[৫] কুরবানীর উপযুক্ত পশুর বিবরণ

প্রশ্ন-১/১৫. কোন কোন প্রাণী দ্বারা কুরবানী করা জায়েয?

উত্তর: শুধুমাত্র (১) উট, (২) গরু, (৩) মহিষ, (৪) ছাগল, (৫) ভেড়া ও (৬) দুম্বা দ্বারা কুরবানী দেওয়া জায়েয। আল্লাহ তাআলা কুরআন কারীমে এগুলোকে বলেছেন, بَهِيْمَةُ الأَنْعَامِ বাহীমাতুল আন্ আম্। বাংলায় এর মর্মার্থ হিসেবে চতুষ্পদ জন্তু বলা যায়। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লাম এ আট প্রকারের বাইরে অন্য কোনো প্রাণী দিয়ে কুরবানী করেননি [সূরা ৬; আন'আম ১৪৩-১৪৪]। অতঃএব এর বাইরে যাওয়া বৈধ নয়।

[৬] কুরবানীর পশুর লালন-পালন ও হেফাযতের বিধান

প্রশ্ন-১/২২. কুরবানীর জন্য ক্রয় করা হয়েছিল। এখন এটা বিক্রয় করতে চায়- এটা কি জায়েয?

উত্তর: না, কুরবানীর জন্য নির্ধারিত হওয়ার পর- এ পশু আর বিক্রয় করা জায়েয নেই। এমনকি এটা দান করাও জায়েয নয়। তবে কুরবানীর জন্য এর চেয়ে বেশি দামি অন্য আরেকটি পশু ক্রয় করার উদ্দেশ্যে হলে এটা বিক্রয় করা জায়েয হবে। [আল-মুফাফসাল ফী আহকামিল উদহিয়াহ- ১/১৬২]

[৭] কুরবানীর সময়: শুরু এবং শেষ

প্রশ্ন-১/৩১. কখন থেকে কুরবানীর পশু জবাইয়ের ওয়াক্ত শুরু হয়?

উত্তর: ঈদের সালাত আদায় করার পর কুরবানী করার সময় শুরু হয়, এর আগে নয়। সাহাবী বারাআ ইবনে আযেব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লাম খুৎবাতে বলেছেন,

«إِنَّ اَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ فَإِنَّما هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِيْ شَيْءٍ»

"(ঈদুল আযহার) এ দিনটি আমরা শুরু করব (ঈদের) নামায দিয়ে। আর নামায শেষ করে আমরা কুরবানী করব। যে ব্যক্তি এমন ধারাবাহিকভাবে আমল করবে সে লোক যেন আমার আদর্শ সঠিকভাবে অনুসরণ করেছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ঈদের নামায আদায়ের আগেই (কুরবানীর পশু) জবাই করে ফেলল, সে যেন তার পরিবারবর্গের জন্য মাত্র কিছু গোশতের ব্যবস্থা করল। কুরবানী বলতে তার কিছুই আদায় হলো না।" [বুখারী: ৯৬৫]

[৮] শরীকানা কুরবানী

প্রশ্ন-১/৪০. কুরবানীতে শরীকানার হুকুম কী? এক পশুতে সর্বোর্ধে কতজনকে শরীক করা জায়েয?

উত্তর: শরীকানা দু'প্রকার-

(ক) প্রথমত, সাওয়াবে শরীক করা: অর্থাৎ, এক পশুতে একাধিক লোককে শরীক করা জায়েয। এমনকি একটি ছাগল, গরু বা মহিষ সমস্ত উম্মতে মুহাম্মাদীর পক্ষ থেকেও কুরবানী করা জায়েয আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লাম এভাবে কুরবানী করেছেন। জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত, এক হাদীসে এসেছে একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লামের নিকট একটি দুম্বা আনা হলো। তিনি এটাকে নিজ হাতে জবাই করলেন। জবাইয়ের সময় তিনি বললেন,

«بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ – اَللّٰهُمَّ هٰذَا عَنِّيْ وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِيْ»

"বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার, হে আল্লাহ! এটি আমার পক্ষ থেকে এবং আমার উম্মতের মধ্যে যারা কুরবানী করতে পারেনি তাদের পক্ষ থেকে।" [আবূ দাউদ: ২৮১০, তিরমিযী: ১৫২১]

(খ) দ্বিতীয়ত, মালিকানায় শরীক করা: অর্থাৎ গরু বা মহিষ হলে একজন থেকে শুরু করে সর্বোর্ধ সাত জন লোককে শরীক করা জায়েয আছে। এমনকি দুই জন,

তিন জন, চার জন এভাবে জোড় বা বেজোড় সংখ্যক সর্বোর্ধ সাত জনকে একই পশুতে শরীক করা জায়েয। [মাওকেউল ইসলাম, সাওয়াল ওয়া জওয়াব- ৫/৪৫০৩]

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন,

«نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَّةِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ»

"(একবার) হুদাইবিয়্যাতে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তখন আমরা উট ও গরু সাত শরীকে কুরবানী করেছি।" [ইবনে মাজাহ: ৩১৩২, মুসলিম: ১৩১৮]।

তবে ছাগল, ভেড়া বা দুম্বা হলে এক পশুতে একের অধিক কাউকে শরীক করা বৈধ নয়।

[৯] নখ-চুল কাটা থেকে বিরত থাকার বিধান

প্রশ্ন-১/৪৫. যিলহজ্জ মাসের শুরুতে কুরবানী দাতার কী কী কাজ করা উচিত?

উত্তর: যিলহজ্জ মাসের চাঁদ উদিত হওয়ার পর থেকে কুরবানী করার পূর্ব পর্যন্ত নখ কাটা ও যেকোনো অঙ্গের চুল কাটা থেকে বিরত থাকবে। উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ»

"তোমরা যখন যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখতে পাও আর কুরবানী করতে মনস্থ কর তখন তোমরা (কুরবানী করার পূর্ব পর্যন্ত) চুল ও নখ কাটা থেকে বিরত থাক।" [মুসলিম: ১৯৭৭, আহমাদ]

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে,

«مَنْ كَانَ لَهُ ذَبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أَهَّلَ هِلَالُ ذِيْ الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ»

"যার কাছে জবাইয়ের জন্য কুরবানীর পশু রয়েছে সে লোক যখনই যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখতে পাবে সে যেন তখন থেকে কুরবানী শেষ করার আগ পর্যন্ত অবশ্যই তার চুল ও নখ না কাটে।" [মুসলিম: ১৯৭৭]

[১০] জবাইয়ের পদ্ধতি

প্রশ্ন-১/৫০. কোন ব্যক্তির পশু জবাই উত্তম?

উত্তরঃ নিজের পশু নিজে জবাই করা উত্তম, যদি ঐ ব্যক্তি ভালোভাবে জবাই কার্য করতে পারে। আর যদি পশুর মালিক নিজে জবাই করতে না পারে তাহলে অন্যকে দিয়েও জবাই করা জায়েয। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লাম কুরবানীর অর্থাৎ হজ্জের হাদীর তেষট্টিটি পশু নিজ হাতে জবাই করলেন। অতঃপর আর যে ক'টি জন্তু বাকি রয়ে গেল সেগুলো জবাই করতে দিলেন চতুর্থ খলীফা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে। [মুসলিমঃ ১২১৮]

[১১] কুরবানীর গোশ্‌তের হুকুম

প্রশ্ন-১/৫৯. কুরবানীর গোশত কারা খেতে পারবে?

উত্তরঃ সবাই খেতে পারবে। এ গোশত নিজে খাবে, পরিবার-পরিজনকে খাওয়াবে, গরীব-মিসকীনকে দান করবে এবং আত্মীয়-স্বজনকে হাদীয়া উপহার দেবে। অর্থাৎ ধনী-গরীব সবাই কুরবানীর গোশত খেতে পারবে। [বুখারীঃ ১৭১৭, মুসলিমঃ ১৩১৭, বুখারীঃ ১৭০৯]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴾

"(কুরবানীর গোশত) তোমরা নিজেরা খাও এবং অভাবী ও ফকীর-মিসকীনকে খাওয়াও।" [সূরা ২২; হাজ্জ ২৮]

[১২] চামড়ার বিধান

প্রশ্ন-১/৬৪. কুরবানীর চামড়া কী করবে?

উত্তরঃ (১) কসাই বা জবাইকারী বা অন্য যে কাউকে চামড়া বা এর মূল্য পারিশ্রমিক হিসেবে প্রদান করা জায়েয নেই। [মুসলিমঃ ১৩১৭, আবু দাউদঃ ১৭৬৯, ইবনে মাজাহঃ ৩০৯৯, বুখারীঃ ১৭১৭]

(২) চামড়ার বিনিময়ে এমন কিছু গ্রহণ করা যাবে না যা সরাসরি নিজেদের উপকারে আসে। অর্থাৎ এর বিনিময়ে কোনো খাদ্য বা নগদ অর্থ নিজেরা গ্রহণ করবে না। [মুগনি- ৯/৪৫১]

(৩) চামড়া বা এর মূল্য মসজিদ-মাদরাসার কাজে লাগানো জায়েয নেই। তবে

মাদরাসার দরীদ্র ছাত্রদেরকে দান করা যেতে পারে।

(৪) চামড়া বিক্রির মূল্য দিয়ে মসজিদের ইমাম-মুয়ায্যিন ও মাদরাসা-মক্তবের শিক্ষকদের বেতন দেওয়াও জায়েয নেই।

(৫) যেসব খাতে যাকাতের টাকা দেওয়া যায় সেসব জায়গায় চামড়া বা এর মূল্যও দান করা যায়। অর্থাৎ ফকীর-মিসকীনদেরকে।

(৬) নিজের পশুর কুরবানীর চামড়া দিয়ে প্রস্তুতকৃত জুতা বা ব্যাগ নিজেরা ব্যবহার করতে পারবে। [শারহুল মুমতে- ৭/৫১৪, মুসলিম]

(৭) তবে কুরবানী বা আকীকা ছাড়া সাধারণভাবে জবাইকৃত পশুর চামড়া বা এর মূল্য নিজেরা খেতে পারবে।

[১৩] মাযারে পশু জবাইয়ের হুঁশিয়ারি

প্রশ্ন-১/৬৫. মাযারে গিয়ে গরু ছাগল জবাই করা বা কুরবানী করা কী?

উত্তর: এ কাজটি শিরক। যদিও কিছু লোক এটাকে ইবাদত মনে করে করছে। শিরক হওয়ার প্রথম কারণ হলো, কেউ কেউ জবাইয়ের সময় 'বিসমিল্লাহি ওয়া আল্লাহু আকবার' বলার সাথে আবার 'খাজা বাবা জিন্দাবাদ' বলে। কেউ যদি আল্লাহর নাম বাদ দিয়ে নবীর নাম বা কাবার নাম নিয়েও জবাই করে তবুও তা হারাম। এগুলোর গোশত খাওয়াও হারাম। জবাইয়ের সময় নাম নিবে শুধুমাত্র মহান আল্লাহর।

দ্বিতীয় কারণ– আবার কেউ যদি জবাইটা আল্লাহর নাম নিয়েই করল কিন্তু মাযারে গিয়ে করল। তার ধারণা এ কবরে পীর সাহেব শুয়ে আছেন। এ মৃত ওলীর কাছ থেকে কিছু বরকত পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তবে এটাও শির্ক।

অতএব মাযারে গরু ছাগল নেওয়া থেকে সাবধান! তাছাড়া মাযার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে দূর-দূরান্তে সফর করাও নাজায়েয।

এ বিষয়ে আবূ তোফায়েল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদীস রয়েছে। তিনি বলেন, আমি (একদিন চতুর্থ খলীফা) আলী ইবনে আবি তালেবের কাছে গেলাম। সেদিন এক ব্যক্তি তার কাছে এসে বলল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লাম গোপনে আপনাকে কী বলেছিলেন? বর্ণনাকারী বলেন, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু একথা শুনে রেগে গেলেন এবং বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লাম কখনো মানুষের কাছে গোপন রেখে আমার কাছে একান্তে কোনো কিছু বলেননি। তবে একদিন তিনি

আমাকে চারটি কথা বলেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর লোকটি জিজ্ঞাসা করল, হে আমীরুল মুমিনীন! ঐ চারটি কথা কী? উত্তরে তিনি বললেন,

«لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ»

(১) যে ব্যক্তি তার পিতামাকে অভিশাপ দেয়, আল্লাহ তাকে অভিশাপ দেন, (২) যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে পশু জবাই করে, আল্লাহর তার উপর লা'নত বর্ষণ করেন, (৩) ঐ ব্যক্তিকেও আল্লাহ লা'নত করেন যে লোক কোনো বিদ'আতীকে আশ্রয় দেয় এবং (৪) যে লোক আইল ঠেলে সীমানা ডিঙিয়ে অন্যের জমিতে ঢুকে পড়ে তাকেও আল্লাহ লানত করেন। [মুসলিম: ১৯৭৮]

[১৪] কুরবানী সংক্রান্ত বিবিধ মাসাইল

প্রশ্ন-১/৬৬. কুরবানীর সাথে কি আকীকা করা যায়?

উত্তর: শরীকানা কুরবানী দিলে এর কোনো এক ভাগ দিয়ে আকীকা করতে পারবে কি না এ বিষয়ে পক্ষে-বিপক্ষে ফকীহদের মতবিরোধ রয়েছে। তবে সবচেয়ে বিশুদ্ধ মত হলো কুরবানীর সাথে আকীকা করা ঠিক নয়। এমন কাজ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লাম করেননি, সাহাবাগণও করেননি। এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন আকীকা অধ্যায়।

[১৫] ঈদের সময় তাকবীর বলার বিধান

প্রশ্ন-১/৬৮. কুরবানীর ঈদের সময় তাকবীর কিভাবে এবং কখন পড়ব?

উত্তর: এ সময় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লাম যে তাকবীরটি পড়তেন সেটি হলো:

اَللّٰهُ أَكْبَرُ - اللهُ أَكْبَرُ - لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ
اَللّٰهُ أَكْبَرُ- اللهُ أَكْبَرُ- وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

"আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ
'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ"

প্রথমটি, যিল্‌হজ্জ মাসের এক থেকে দশ তারিখ পর্যন্ত যেকোনো সময় এবং যতবার সম্ভব পড়া সুন্নাত। ওমর ও আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বাজারে যেতেন ও তাকবির পড়তেন মানুষেরা তাদের তাকবীর শুনে তাকবীর পাঠ করতো [বুখারী তাশরিকের দিনে আমলের ফযীলত অধ্যায়] এটাকে বলে সাধারণ তাকবীর।

দ্বিতীয়টি, যিলহজ্জ মাসের নয় তারিখ ফজর থেকে শুরু করে তেরো তারিখ আসর [মুসলিমঃ ১১৪১] পর্যন্ত প্রতি ফরয সালাতের পর কমপক্ষে এক বা অধিকসংখ্যক বার পড়া সুন্নাত। এ বিষয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লাম থেকে স্পষ্ট কোনো হাদীস পাওয়া যায় না। তবে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এ সময়সীমার ব্যাপারে বর্ণনা রয়েছে। ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ এটিকে বিশুদ্ধ মত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। জোড় বা বেজোড় সংখ্যায় যতবার ইচ্ছা এ তাকবীর পড়তে পারে। এ জন্য নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা নেই। তাকবীর পুরুষদের জন্য উচ্চৈঃস্বরে পড়া সুন্নাত, আর মেয়েরা পড়বে নিচু স্বরে। এ দিনগুলোকে বলা হয় 'আইয়্যামে তাশরীক'। আর এ দিনের তাকবীরকে বলা হয় বিশেষ তাকবীর। উল্লেখ্য যে, সকলে একই আওয়াজে স্লোগানের মতো জামা'আতের সাথে তাকবীর পাঠ করা ঠিন নয়, সুন্নাত হলো একাকী পড়া।

[১৬] যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের ফযীলত

প্রশ্ন-১/৭১. এ দশ দিনের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লাম কি বলেছেন?

উত্তরঃ যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিন অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَي اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ قَالُوايَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ الْجِهَادُفِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلاَ الْجِهَادُ فَي سَبِيلِ اللَّهِ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ»

(ক) "এমন কোনো দিন নেই যার আমল যিলহজ্জ মাসের এই দশ দিনের আমল থেকে আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর পথে জিহাদও নয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদও নয়। তবে যে ব্যক্তি তার জান-

মাল নিয়ে আল্লাহর পথে যুদ্ধে বের হলো এবং এর কোনো কিছু নিয়েই ফেরত এলো না (তার কথা ভিন্ন)।" [আবূ দাউদ: ২৪৩৮; তিররমিযী: ৭৫৭, বুখারী: ৯৫৯]

আবদুল্লাহ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ وَلَاأَحَبُّ إِلَيْهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ الْعَشَرِ فَأَكْثِرُوا فِيهَا مِنَ التَّهْلِيلِ، وَالتَّكْبِيْرِ والتَّحْمِيدِ»

***

দ্বিতীয় অধ্যায়

আকীকা

আল্লাহর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লামের বহুবিধ সুন্নাহর মধ্যে আকীকা মুসলিম মিল্লাতের জন্য অতীব গুরুত্বহ একটি সুন্নাত, যাকে কিছু সংখ্যক বিজ্ঞ আলেম 'ওয়াজিব'-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। আকীকা সামান্য এক-দু'টা ছাগল জবাইয়ের বিষয় হলেও এ কাজটি একজন শিশুর সারা জীবনের বিপদাপদ, কষ্ট, দুর্যোগ-দুর্বিপাক থেকে হেফাযতের জন্য এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। কোনো কোনো বিজ্ঞ আলেমের মতে এটি জীবন রক্ষার টীকা। উক্ত আকীকা সংক্রান্ত বিষয়ে মোটামুটি বিস্তারিতভাবে বিশুদ্ধ দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে জরুরি ফিকহী মাসায়েলগুলো পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য প্রশ্নোত্তর আকারে সাজানো হলো।

[১] আকীকার পরিচিতি ও এর হুকুম

প্রশ্ন-২/১. আকীকা অর্থ কী?

উত্তর: আকীকা (عَقِيْقَة)-এর শাব্দিক অর্থ হলো, কাটা বা কর্তন করা। আর শরী'আর পরিভাষায় নবজাতক শিশুর পক্ষ থেকে সপ্তম দিবসে যে পশু জবাই করা হয় এটাকে বলা হয় আকীকা। [আহকামুল আকীকা লি হিসামুদদ্দিন- ১/৫]

প্রশ্ন-২/২. আকীকার হুকুম কী?

উত্তর: জমহুর ফকীহ অর্থাৎ অধিকাংশ আলেমের মতে আকীকা করা মুস্তাহাব। তবে মুহাদ্দিস নাসিরুদ্দীন আলবানীসহ কিছু কিছু ফকীহ আকীকার বিধানকে

ওয়াজিব মনে করেন। [আহকামুল আকীকা লি হিসামুদদ্দিন- ১/৫]

আকীকার গুরুত্ব সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত হাদীস বর্ণিত আছে:

(১) সালমান ইবনে আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةٌ فَاَهْرِيْقُوْا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيْطُوْا عَنْهُ الأَذٰى»

"প্রত্যেক শিশুর জন্য আকীকা রয়েছে। অতএব তার পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত কর (অর্থাৎ আকীকার পশু জবাই কর) এবং তার কষ্টকর ও ময়লাসমূহ দূর কর। [বুখারী: ৫৪৭১]

অর্থাৎ, আকীকার বিনিময়ে এ শিশুর জীবনকে আল্লাহ নিরাপদ করে দেবেন)।" এখানে أَذٰى অর্থ হলো মাথার চুল।

[২] আকীকার সময়

প্রশ্ন-২/৫. কোন দিন আকীকা করা সুন্নাত?

উত্তর: সপ্তম দিবসে করা সুন্নাত [তিরমিযী: ১৫২২, আবু দাউদ: ২৮৩৮], সেদিন না পারলে চতুর্দশ দিবসে। কোনো কারণে এ দিনও না পারলে একুশতম দিবসে করা যায়। এ মর্মে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে একটি দুর্বল বর্ণনা পাওয়া যায়। এ দিনগুলোও যাদের অতিবাহিত হয়ে গেছে তারা সুবিধামতো যেকোনো দিনে আকীকা করলে তা আদায় হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন-২/৬. যদি কেউ দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে আকীকা করে ফেলে তাহলে?

উত্তর: আকীকা আদায় হয়ে যাবে। [আল-মুফাসসাল ফী আহকামিল আকীকাহ- ১/১৫০]

প্রশ্ন-২/৭. সপ্তম দিবস নির্ধারণের উদ্দেশ্য কী? সেদিন জবাইকার্য করা নাকি গোশত ভক্ষণ করা?

উত্তর: সেদিন জবাই করাই হলো প্রধান উদ্দেশ্য।

[৪] যাদের আকীকা পূর্বে হয়নি তাদের করণীয়

প্রশ্ন-২/১৯. যার আকীকা আগে হয় নাই, এখন অনেক বয়স হয়ে গেছে সে কি

এখন নিজের আকীকা নিজে দিতে পারবে?

উঃ হ্যাঁ, তা পারবে নিজের আকীকা নিজে দেওয়াও মুস্তাহাব।

(১) আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, যে বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লাম নবুয়্যত প্রাপ্ত হন সে বছর তিনি নিজেই নিজের আকীকা দিয়েছেন। [মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, হাদীসটি সহীহ। সিলসিলা সহীহা- ২৭২৬]

(২) হাসান বসরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যদি তোমার আকীকা করা না হয়ে থাকে তাহলে তুমি নিজেই নিজের আকীকা করে নাও। [ইবনে হাযম, হাদীসটি সহীহ, সিলসিলা সহীহা- ৬/৫০৬]

(৩) মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন বলেন, 'যদি আমি জানতে পারতাম যে, আমার আকীকা করা হয়নি তাহলে আমি নিজেই আমার আকীকা করে নিতাম। [মুসান্নাফে ইবনে শাইবা: ৮/২৩৫-২৩৬]

[৫] আকীকার অনুষ্ঠান ও বিবিধ মাসাইল

প্রশ্ন-২/২০. কেউ কেউ আকীকার অনুষ্ঠান করে, এটি কেমন?

উত্তর: ঠিক আছে, সমস্যা নেই। মুআবিয়া ইবনে কুরবা থেকে বর্ণিত, তিনি ইলিয়াছ নামক তার এক ছেলের আকীকা অনুষ্ঠানে কয়েকজন সাহাবাকে দাওয়াত দিয়ে খাবার পরিবেশন করেছেন। [ইমাম বুখারীর আদাবুল মুফরাদ: ১২৫৫ হাদীসটি সহীহ]

তবে আকীকার অনুষ্ঠান হতে হবে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও দরিদ্রদের খাবার প্রদানের জন্য। নাম জাহির বা কোনো কিছু প্রাপ্তির জন্য নয়।

প্রশ্ন-২/২১. এর চামড়া কী করবে?

উত্তর: বিক্রয় করে এর মূল্য দরিদ্রদেরকে দান করে দেবে।

প্রশ্ন-২/২২. জবাইয়ের সময় কি বলবে?

উত্তর: বলবে, 'বিসমিল্লাহ'। এতদসঙ্গে অন্তরে ঐ শিশুর নাম থাকলে শুধু মনে মনে নিয়তই যথেষ্ট হবে।